ঋণের জাল বিস্তার করে কেনিয়ার প্রধান বন্দর দখলে নিচ্ছে পুঁজিবাদী চীন

২০১৮-র শেষলগ্নে একটি খবর অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। খবরটি হল, ঋণ খেলাপের দায়ে কেনিয়ার প্রধান বন্দর মোম্বাসা কিছুদিনের মধ্যেই চীনের দখলে চলে যেতে বসেছে।

সংবাদটি চমকে ওঠার মতোই। এতদিন আমেরিকা, জার্মানি, ফ্রান্স, ব্রিটেনের মতো বনেদি সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিকেই দেখা গেছে ঋণের জাল বিস্তার করে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল দেশগুলির অর্থনীতি ও রাজনীতিকে কবজা করতে। যাকে স্ট্যালিন 'নয়া উপনিবেশবাদ' বলে অভিহিত করেছেন। তারও আগে লেনিন 'সুদখোর মহাজনী পুঁজি'র (ইউজিয়ারি ক্যাপিটাল) কথা বলেছেন— যে পুঁজি শিল্পে বিনিয়োগ না হয়ে ঋণ হিসাবে বাজারে আসে এবং রাজনৈতিক প্রভুত্ব বিস্তারের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বিশ্বব্যাপী তৃতীয় তীব্র অর্থনৈতিক সংকটের যুগে বিশ্বব্যাঙ্ক, আইএমএফ ঠিক এই কাজটাই আমেরিকার হয়ে দীর্ঘদিন করে চলেছে। এই তালিকায় নবতম সংযোজন পুঁজিবাদী চীন।

কী ঘটেছিল কেনিয়ায়? কয়েক বছর আগে কেনিয়া তার দেশের স্ট্যান্ডার্ড গেজ রেলপথ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য চীনের কাছ থেকে বড় অঙ্কের ঋণ নিয়েছিল। ঋণ মঞ্জুর হয়েছিল চীনের একজিম ব্যাঙ্কের মাধ্যমে। ঋণের গ্রহীতা ছিল কেনিয়া পোর্ট অথরিটি— যারা কেনিয়া রেলওয়ে কর্পোরেশনের হয়ে ঋণচুক্তিতে স্বাক্ষর করে এবং সরকার তাতে সম্মতি জানায়। চুক্তিতে বলা হয়েছিল, এই রেলপথ যদি ঋণ পরিশোধের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ জোগাতে না পারে তবে মোম্বাসা বন্দর সহ কেনিয়া পোর্ট অথরিটির সম্পদ চীনের দখলে চলে যাবে। এই রেল প্রকল্প থেকে এত বিপুল পরিমাণ অর্থ উঠে আসার কোনও সম্ভাবনা আছে কি না, তা নিয়ে সে সময়ই প্রশ্ন উঠেছিল। বাস্তবেও দেখা গিয়েছিল, প্রথম বছরেই এই প্রকল্পে ১০ বিলিয়ন শিলিং (কেনীয় মুদ্রা) লোকসান হয়েছিল। চুক্তিতে আরও বলা হয়েছিল, চুক্তি রূপায়ণে কোনও বিরোধ দেখা দিলে তার সালিশী হবে চীনে, কেনিয়ায় নয়। বস্তুত নানাদিক থেকেই এটা পরিষ্কার, এই চুক্তি ছিল অসম, যেখানে চীনের স্বার্থকেই অধিকতর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। যা পরিস্থিতি তাতে ঋণ খেলাপির দায়ে আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই মোম্বাসা বন্দর চীনের দখলে চলে যাবে। পরিণতিতে বন্দরের কাজের সঙ্গে যুক্ত কয়েক হাজার কেনীয় শ্রমিক-কর্মচারী কাজ হারাবেন। বন্দর থেকে সংগৃহীত রাজস্ব সরাসরি চলে যাবে চীনের একজিম ব্যাঙ্কে।

এমন একটি চুক্তিতে কেনিয়া কেন সম্মতি দিল, তার বাধ্যবাধকতা কী ছিল? আফ্রিকা মহাদেশের অধিকাংশ দেশই অত্যন্ত পশ্চাদপদ। কেনিয়া এদের মধ্যে কিছুটা এগিয়ে থাকলেও সামগ্রিকভাবে তার অর্থনীতি আজও কৃষিনির্ভর। ভারী শিল্প বলতে তেমন কিছু এখানে গড়ে ওঠেনি। শিল্প বলতে রয়েছে শুধু চা-কফি রপ্তানি এবং পর্যটন ব্যবসা। এদের এই পশ্চাৎপদতার সুযোগ আমেরিকা ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি বারবার নিয়ে এসেছে। আজ পুঁজিবাদী চীনও সেই সুযোগ নিতে ঝানু সাম্রাজ্যবাদীর মতো কৌশল নিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদীরা এভাবেই শিকার খুঁজে বেড়ায় দুনিয়া জুড়ে।

এখানে স্মরণ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, এশিয়া ও আফ্রিকার এই দুর্বল দেশগুলির উপর সাম্রাজ্যবাদীদের হানাদারি ঠেকাতে পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক শিবির অতীতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সোভিয়েত রাশিয়া, চীন সহ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি তখন অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া দেশগুলির দিকে অর্থ, প্রযুক্তিসহ নানা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিত। ফলে এই দেশগুলি সাম্রাজ্যবাদীদের চোখরাঙানি ও দাদাগিরি থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন বিকাশের পথে এগিয়ে যেতে পারত এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধচক্রান্তের বিরুদ্ধে, শান্তির পক্ষে দৃঢ় ভূমিকা নিয়ে দাঁড়াতে সক্ষম হত। ট্র্যাজেডি এটাই, সমাজতন্ত্র পরিত্যাগ করা চীন আজ সাম্রাজ্যবাদীর ভূমিকায়।

শুধু তো কেনিয়া নয়, শ্রীলঙ্কায়, জাম্বিয়ায় চীন কোন ভূমিকা পালন করেছে? ঋণ খেলাপের অজুহাতে শ্রীলঙ্কার হাসবেনতোতা বন্দর ৯৯ বছরের লিজে চীন দখল করেছে। জাম্বিয়া চীনের কাছে হারিয়েছে তাদের কেনেথ কৌন্ডা বিমানবন্দর। প্রতিবেশী দেশগুলিকে তাদের মূল ভূখণ্ডের সাথে যুক্ত করার উদ্দেশ্যে চীন যে বিস্তীর্ণ সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলছে যাকে তারা 'ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড ইনিসিয়েটিভ' নাম দিয়েছে, সেখানেও মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, কম্বোডিয়া, মালদ্বীপ, মঙ্গোলিয়া, কিরগিজস্তান, তাজিকিস্তানের মতো দেশগুলির ঘাড়ে চাপিয়েছে বিশাল অঙ্কের ঋণের বোঝা। এছাড়াও দক্ষিণ আফ্রিকা, ভেনেজুয়েলা, লাওস, মালয়েশিয়া, মিশরের মতো বহু দেশ চীনের ঋণজালে আবদ্ধ। আফ্রিকায় চীনের মোট ঋণের পরিমাণ ২০০৫ সালে যেখানে ছিল ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ২০১৬ সালে তার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিশেষ করে পরিকাঠামো ও যোগাযোগ ক্ষেত্রকে তারা বেছে নিচ্ছে। ঋণ খেলাপের কারণে ঋণগ্রহীতা দেশগুলিকে তারা বাধ্য করেছে তাদের নানাভাবে সুবিধা দিতে বা অন্যায় দাবি মেনে নিতে।

চীনে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর দু'যুগেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত। সমাজতন্ত্রের হাত ধরে চীনের অর্থনীতি বিপুল শক্তি অর্জন করেছিল। তার সুদৃঢ় পরিকাঠামো, বিশাল উৎপাদিকা শক্তি এবং কেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক ব্যবস্থার সুবাদে আজ সে এক বিশ্বশক্তিতে পরিণত। পুঁজির ক্ষমতার বিচারে আমেরিকার পরেই আজ তার স্থান। বিশ্ববাজারের দখল পেতে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সাথে সে সমানে সমানে টক্কর দিচ্ছে। আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যযুদ্ধ লড়ছে, আমেরিকার মতোই এশিয়া-আফ্রিকার দুর্বল দেশগুলি তার আক্রমণের লক্ষ্য। সমাজতন্ত্রের সাথে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের এটাই পার্থক্য। চীন একদিন দুনিয়ার খেটে খাওয়া মানুষের আশা-ভরসার স্থল ছিল। সমাজতন্ত্র ত্যাগ করার পর সেই চীনই আজ নিজের দেশের এবং দুনিয়ার নানা দেশের খেটে খাওয়া মানুষের রক্ত শোষণকারীতে পরিণত।

ধর্মীয় সংগঠনগুলিকে ভোট প্রচারে নামাচ্ছে বিজেপি

ভুলুণ্ঠিত নেতাজি রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন

আর এস এস-এর ধর্মভিত্তিক সংগঠনগুলি আগামী নির্বাচনে খোলাখুলি বিজেপির জন্য ভোটের প্রচারে নামতে চলেছে। সম্প্রতি সঙ্ঘের সমন্বয় বৈঠকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সহ বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, হিন্দুত্ববাদের প্রয়োজনে কেন বিজেপিকে ক্ষমতায় রাখা দরকার তা প্রচার করতে হবে। সঙ্ঘের পক্ষ থেকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদির যে হাওয়া ছিল তা এবারে নেই। ঝুলিতে প্রচারের আর কোনও সম্বল না থাকায় ইতিমধ্যেই রামমন্দির নিয়ে ভোটের প্রচারে নেমে পড়েছে তারা। আর এস এস-বিজেপির মতো উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তি যে এই কৌশল অবলম্বন করবে সেটা সকলেরই জানা। কিন্তু এই সাম্প্রদায়িক শক্তি এখন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ এ দেশের নবজাগরণ তথা স্বাধীনতা আন্দোলনের বড় মানুষদের ছবি হাতে প্রচার শুরু করেছে। বড় মানুষদের সম্পর্কে এ দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে যে আবেগ রয়েছে তাকে তারা কাজে লাগাতে চাইছে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে রথযাত্রার কর্মসূচিতে নেতাজি-রবীন্দ্রনাথের সুসজ্জিত ছবি তারা ব্যবহার করার পরিকল্পনা করেছিল। নরেন্দ্র মোদি আন্দামানে গিয়েও নেতাজির নাম করে বক্তব্য রেখেছেন। অথচ নেতাজি, রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে নবজাগরণের এই মহান সন্তানেরা সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় বিভাজনের প্রবল বিরোধী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "...মানুষ বলেই মানুষের যে মূল্য সেইটেকেই সহজ প্রতীতির সঙ্গে স্বীকার করাই প্রকৃত ধর্মবুদ্ধি। যে দেশে ধর্মই সেই বুদ্ধিকে পীড়িত করে, রাষ্ট্রিক স্বার্থবুদ্ধি কি সে দেশকে বাঁচাতে পারে?" রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগতভাবে ঈশ্বরবিশ্বাসী হয়েও হিন্দুত্ববাদের প্রবল বিরোধী ছিলেন। তিনি বলেছেন, "ভারতবর্ষের কেবল হিন্দু চিত্তকে স্বীকার করলে চলবে না। ভারতবর্ষের সাহিত্য, শিল্পকলা, স্থাপত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতির বিকাশ ঘটেছে হিন্দু মুসলমানের সংমিশ্রণে বিচিত্র সৃষ্টি হিসাবে।" আর বিজেপি-আর এস এস রবীন্দ্রনাথের ছবিতে মালা দিয়ে রথযাত্রা করছে, ভোটে জেতার লক্ষ্যে সাম্প্রদায়িকতা ছড়িয়ে ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করতে। এটা কি দেশের মানুষ মানতে পারে?

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সারা জীবন সেকুলার চিন্তা নিয়ে চলেছেন। হিন্দু রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখিয়েই বিজেপি-আরএসএস মানুষকে মাতাতে চায়। এই চাওয়া কখনও নেতাজির চাওয়া হতে পারে না। নেতাজি বলেছেন— "হিন্দুরা ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ বলিয়া 'হিন্দুরাজের' ধ্বনি শোনা যায়। এগুলি সর্বৈব অলস চিন্তা। ...হিন্দু ও মুসলমানের স্বার্থ পৃথক— ইহার চেয়ে মিথ্যা বাক্য আর কিছু হইতে পারে না...।" তিনি বলেছেন — "ধর্মকে সম্পূর্ণরূপে রাজনীতি হইতে বাদ দেওয়া উচিত। ধর্ম ব্যক্তিবিশেষের বিষয় হওয়া উচিত। ব্যক্তি হিসাবে মানুষ যে ধর্ম পছন্দ করে তাহা অনুসরণ করার পূর্ণ স্বাধীনতা তার থাকিবে। কিন্তু ধর্মীয় কিংবা অতীন্দ্রীয় বিষয়ের দ্বারা রাজনীতি পরিচালিত হওয়া উচিত নয়। ইহা পরিচালিত হওয়া উচিত শুধু অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধির দ্বারা" (ক্রসরোডস)। আরও বলেছেন— "সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের ত্রিশূল হাতে হিন্দু মহাসভা ভোট ভিক্ষায় পাঠিয়েছে। ত্রিশূল আর গেরুয়া বসন দেখলে হিন্দু মাত্রই শির নত করে। ধর্মের সুযোগ নিয়ে, ধর্মকে কলুষিত করে হিন্দু মহাসভা রাজনীতির ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে। ...এই বিশ্বাসঘাতকদের আপনারা রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে সরিয়ে দিন, তাদের কথা কেউ শুনবেন না ...।"

সেই নেতাজির ছবি দেখিয়ে সেই ত্রিশূলধারীদের নামিয়েই জনগণকে বোকা বানিয়ে ভোটে জিততে চায় বিজেপি। এই চালাকির রাজনীতি, নেতাজির এই অসম্মান দেশের মানুষ মেনে নেবে কি?

মেক্সিকো ঃ ৭০ হাজার শ্রমিক লাগাতার ধর্মঘটে

মেক্সিকোর মার্কিন সীমান্ত লাগোয়া টামাউলিপাসে ৪৫টি কারখানার ৪০ হাজারেরও বেশি শ্রমিক ধর্মঘটে সামিল। তাঁদের দাবি, মজুরি ২০ শতাংশ বাড়াতে হবে এবং ক্ষতিপূরণ জনিত বোনাস দিতে হবে। ১৩ জানুয়ারি ২ হাজার শ্রমিক প্রথম ধর্মঘট শুরু করেন। তারপর বিক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে পড়ে কারখানায় কারখানায়। অতি দ্রুত ৪০ হাজারেরও বেশি শ্রমিক ধর্মঘটে যোগ দেন। ২৮ জানুয়ারি তা আরও বহু কারখানায় ছড়িয়ে পড়ে। শিক্ষকরাও নেমেছেন আন্দোলনে।

টামাউলিপাসের মাটামোরোস দেশের অন্যতম প্রধান শিল্প শহর। এই এলাকার কারখানাগুলিতে প্রধানত মার্কিন বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলি পুঁজি খাটায়। তৈরি হওয়া মালপত্রের বেশিরভাগটাই রপ্তানি হয় আমেরিকায়। বাস্তবে, মেক্সিকোর কৃষিপণ্যের মতো শিল্পপণ্যের বাজারটাও মূলত মার্কিন ধনকুবেরদের নিয়ন্ত্রণে। তাদের সাথে গাঁটছড়া বেঁধে মেক্সিকোর গুটিকয়েক দেশীয় একচেটিয়া কারবারি মুনাফার পাহাড় বানিয়ে তুলছে। দেশের বুর্জোয়া সরকারও এদের মুনাফার পথ পরিষ্কার করতে এইসব কারখানাগুলোতে শ্রমিকদের মজুরির হার নিতান্ত কম করে রেখেছে। কারখানায় কাজের পরিবেশও জঘন্য। অথচ সরকারের কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই। দীর্ঘদিন ধরে জমা হতে হতে শ্রমিকদের ক্ষোভের বারুদ এবার ফেটে পড়েছে। শুধু মুনাফাবাজ মালিক ও সরকারের বিরুদ্ধেই নয়, শ্রমিকদের ক্ষোভ আপসকামী ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের বিরুদ্ধেও। নানা ঘটনায় শ্রমিকরা লক্ষ করেছেন, এইসব নেতারা যতটা না সাধারণ শ্রমিকদের হয়ে লড়েন, তার চেয়ে তাঁদের অনেক বেশি দহরম-মহরম মালিকদের সঙ্গে। জীবনের তেতো অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে ধর্মঘটী শ্রমিকরা স্লোগান তুলেছেন— 'গরিব শ্রমিকদের পয়সাওয়ালা নেতারা নিপাত যাক'। বাস্তবিকই, মেক্সিকোর রিক্ত শ্রমিকদের এবারের আন্দোলনের নেতৃত্ব তৈরি হচ্ছে ধর্মঘটীদের মধ্যে থেকেই। তাঁরা বুঝেছেন, বৃহৎ ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশনের এর মতো সংগঠন শুধু যে শ্রমিকদের দুর্দশা সম্পর্কে ভ্রুক্ষেপহীন তাই নয়, আসলে তারা চায় শোষণ-নিপীড়নের এই ব্যবস্থাটাকে নির্বিঘ্নে কাজ করে যেতে দিতে। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে ভদ্রস্থ জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় মজুরির জোরদার দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন মেক্সিকোর শ্রমিকরা। রক্ত জল করা পরিশ্রমে মালিকের মুনাফা জোগান দেওয়ার বিনিময়ে অন্যায় জুলুম সহ্য করতে আর রাজি নন তাঁরা।

খাদ্য ও কাজের জন্য প্রতিদিন লড়তে হয় কাশ্মীরী জনগণকে

কাশ্মীরের কথা মনে হলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে সাজানো, শান্ত ছবির মতো কোনও জায়গা কিংবা দু'দশকের ভয়ঙ্কর সংঘর্ষে উত্তাল উপত্যকার কোনও ছবি। কিন্তু আসলে কাশ্মীর এই দুটো ছবির থেকেই সম্পূর্ণ আলাদা— তা হল উপত্যকার মানুষের প্রতিদিনকার দারিদ্র, ক্ষুধা, প্রশাসনের অসহযোগিতায় দুঃসহ অবস্থায় দিন কাটানোর ছবি।

কাশ্মীরের গ্রাম ও বস্তিগুলির শিশুদের উপর দু'দশকের রক্তাক্ত লড়াইয়ের প্রভাব কতটা পড়েছে, তা নিয়ে কয়েক বছর আগে ১০ দিন ধরে অনুসন্ধান করেছেন বিশিষ্ট প্রবন্ধকার হর্ষ মান্দার। আজকের চিত্রও ভিন্ন কিছু নয়। কাশ্মীরের ৫০টি গ্রামের মানুষের খাদ্য, সামাজিক নিরাপত্তা এবং জীবনধারণের নানা পরিকল্পনা রূপায়ণ নিয়ে সমীক্ষা করেন তিনি। এই সমীক্ষায় শ্রীনগরের কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের সোস্যাল ওয়ার্ক বিভাগের ছাত্র ও প্রাক্তনীরাও সাহায্য করেছেন। সমীক্ষকদের দৃষ্টিতে কাশ্মীরের মানুষের সমস্যা কী, তা তুলে ধরার প্রয়াসেই এই নিবন্ধ।

সরকারি হিসাব অনুযায়ী, কাশ্মীর উপত্যকায় দারিদ্রসীমা নগণ্য। প্ল্যানিং কমিশনের রিপোর্ট বলছে, ২০০৪-০৫ সালে ভারতে দারিদ্রসীমার নিচে থাকা ২৮.৩ শতাংশ মানুষের সাথে তুলনা করলে ওই অর্থবর্ষে জম্মু ও কাশ্মীরের দারিদ্রসীমার নিচে থাকা মানুষের সংখ্যা ৪.৫ শতাংশ। কাশ্মীর দেশের মধ্যে এমন একটি জায়গা যেখানে মানুষের সমঅধিকার ও সম সুযোগ-সুবিধা আছে বলে মনে করে অনেকে। ভারতের অন্যান্য অংশের থেকে বেশি ভূমি সংস্কার হয়েছে এখানে। স্বাধীনতার পর প্রথম দশকে বৃহৎ খামার অবলুপ্ত হয়, সাথে সাথে উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

কিন্তু আবার সরকারি তথ্যসূত্রই বলছে, সমস্ত ভারতের তুলনায় জম্মু ও কাশ্মীরের দারিদ্র অত্যন্ত ভয়াবহ। এই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলটি দারিদ্রের নানা সূচকে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেকটা পিছিয়ে। এর প্রায় পুরোটাই কৃষিনির্ভর অর্থনীতি, যেখানে জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। ৯৭ শতাংশই ক্ষুদ্র বা প্রান্তিক চাষি, যারা গড়ে মাত্র ০.৭ হেক্টর জমির মালিক। রাজ্যে কৃষি উৎপাদনের হারে চলছে প্রবল মন্দা— খাদ্যশস্য উৎপাদনে ৪৪ শতাংশ, সবজি উৎপাদনে ৩৩ শতাংশ এবং তৈলবীজ উৎপাদনে ৬৯ শতাংশ ঘাটতি। ভারতের অন্যান্য রাজ্য থেকে এগুলি আমদানি করা হয়। জনজীবনের এই সমস্ত সমস্যা-সংকটে দীর্ণ বাসিন্দারা বয়নশিল্প বন্ধ হওয়ায় বাধ্য হয়ে পর্যটন শিল্পের দিকে ঝুঁকেছে। জাতীয় গড় আয়ের দুই-তৃতীয়াংশ এই রাজ্যের গড় আয়— ২৫ হাজার ৯০৭ টাকার মধ্যে ১৭ হাজার ১৭৪ টাকা। এর বেকারির হারও বেশি— ৪.২১ শতাংশ, জাতীয় হার যেখানে ৩.০৯ শতাংশ।

এখানকার বিশিষ্ট সমাজবাদী ও মানবতাবাদী এল সি জৈন সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন। যারা হতাশা ও ক্ষোভ থেকে সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে পাথর ছোড়া রপ্ত করেছে, সেই যুবকদের জন্য মৃত্যুশয্যাতেও তিনি অত্যন্ত উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। যদি প্রত্যেক যুবকের হাতে কাজ থাকত, তাহলে তারা পাথর ছুড়ত না— স্বভাবগত প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের আলোকে এই ছিল তাঁর উপলব্ধি।

দু'দশকের লাগাতার সংঘর্ষ স্থানীয় স্তরে সরকারের স্বাভাবিক কাজকর্মকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। যদিও এটাই আবার সরকারি কর্তাদের কাজ না করার অজুহাত হিসাবে কাজ করেছে। গত দু'দশক ধরে পঞ্চায়েত ক্ষেত্রে নির্বাচন না করায় নাগরিকদের কোনও নির্বাচিত প্রতিনিধি নেই। ফলে প্রতিনিধির কাছে নিত্যদিনের সমস্যা সমাধানের দাবি জানানোর সুযোগ নেই। এর ফলে খাদ্য, সামাজিক নিরাপত্তা এবং জীবনধারণের নানা কর্মসূচি রূপায়ণ ও তা প্রয়োগের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ঘাটতি থেকে গেছে। স্বভাবতই, ওই অঞ্চলের নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকা গরিব মানুষের মর্যাদা সহকারে বেঁচে থাকা খুবই কষ্টকর।

সমীক্ষকরা একেকটি গ্রাম থেকে ১০০ দিনের প্রকল্পের মাত্র ৫ জন জবকার্ড হোল্ডার খুঁজে বের করতেই হিমসিম খেয়েছেন। এঁরাও সারা বছরে গড়ে সাত দিনের বেশি কাজ পাননি। নির্ধারিত মজুরির অর্ধেক দিনে ৭০ টাকা মজুরি বেঁধে দেওয়া এই প্রকল্প বাস্তবে মুখ থুবড়ে পড়ে। শীতে যখন খাবার ও কাজের চাহিদা সবচেয়ে বেশি থাকে, সেইসময় এই প্রকল্পের কোনও কাজ দেওয়া হয় না। সরকারি অফিসাররা দাবি করেন, উপত্যকায় জনমজুরের কাজের কোনও চাহিদাই নেই। কিন্তু মজুরি যখন ১১০ টাকা করা হল, তখন দেখা গেল কাজের চাহিদা আগের থেকে অনেকটাই বেশি। অদক্ষ রাজ্য প্রশাসন এখনও সকলের কাজের চাহিদা মেটানোর জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ।

এখানকার মাত্র ৬ শতাংশ মহিলা মাতৃত্বকালীন সুযোগসুবিধা পান। বৃদ্ধদের পেনশনের অবস্থাও তথৈবচ। মাত্র ৩৫ শতাংশ প্রবীণ নাগরিক এই সুবিধা পান। পেনশনের হার খুব কম এবং অনিয়মিত। ওই সমীক্ষক দলের সঙ্গে কথোপকথনে এক প্রবীণ মহিলা জানান, তিনি বছরে মাত্র দু'বার, দু'টো ঈদের সময় পেনশন পান। এইভাবে যখন কয়েক মাসের বকেয়া পেনশন জমে যায়, তখন বহু সময়ই সরকারি কর্তারা তা বাতিল ঘোষণা করেন।

খাদ্য সংকটে ভোগা এই রাজ্যে যে পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম বা রেশন ব্যবস্থা রয়েছে তাতে বাসিন্দাদের সংকট মেটে না, খাদ্য নিরাপত্তাও সুনিশ্চিত হয় না। চার শতাংশ মানুষেরও রেশন কার্ড নেই। তারা অনেকেই কখনও কখনও ভর্তুকিযুক্ত খাদ্যশস্য পান। কিন্তু রেশন দোকান খোলে মাসে এক থেকে দু'দিন। ওই দিনগুলিতে নাগরিকরা যদি রেশন তুলতে না পারেন, তাহলে বরাদ্দকৃত দ্রব্য মেলে না, কালো বাজারে বিক্রি করে দেয় রেশন ডিলাররা।

সমীক্ষায় দেখা গেছে, বহু প্রত্যন্ত এলাকায় আইসিডিএস সেন্টার নেই। শিশুদের ওজন অত্যন্ত কম। অপুষ্ট শিশুদের চিহ্নিত করা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। অল্প জায়গাতেই শিশুদের প্রি-স্কুল ক্লাস হয়। কিন্তু বহু সেন্টার থেকেই গর্ভবতী মা ও তার গর্ভের সন্তানের পরীক্ষা ও পুষ্টির জন্য যথাযথ পরামর্শ মেলে না। ৯৮ শতাংশ শিশু স্কুলে গরম খাবারের কথা মনে করতে পারলেও বহু মাস যাবত তারা কোনও খাবারই পাচ্ছে না। দেশের অন্যান্য অংশে মহিলা গ্রুপ-এর হাতে এর দায়িত্ব থাকলেও এখানে শিক্ষকদেরই এই কাজে যুক্ত থাকা বাধ্যতামূলক।

এই সমীক্ষা সরকারের বিশাল পরিমাণ পালন না করা দায়িত্বকেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষের দৈনন্দিন জীবনমানের উন্নয়ন, তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, তাঁদের বেঁচে থাকা— এই সরকারি প্রকল্পগুলির রূপায়ণ ছাড়া যে সম্ভব নয়, তাই তুলে ধরছে এই রিপোর্ট। উপত্যকায় চলতে থাকা জঙ্গি সংঘর্ষের শান্তিপূর্ণ সমাধান একমাত্র হতে পারে সাধারণ মানুষ ও সরকার দু'পক্ষেরই আন্তরিক উদ্যোগে। তাহলে গরিব মহিলা, যুবক-যুবতী যারা ওই সুন্দর কিন্তু সমস্যাদীর্ণ এলাকায় রয়েছেন, তারাও মর্যাদার সাথে জীবন কাটাতে পারবেন। কিন্তু রাজ্য সরকার মানুষের অধিকার, খাদ্য, চিকিৎসা, শিক্ষা, নিরাপত্তা নিশ্চিত করার থেকে শতযোজন দূরে রয়েছে।

গ্রামে গ্রামে ভয়ঙ্কর মৃত্যু, গ্রেপ্তারি, গুম খুন, পুলিশি হেনস্থা, তল্লাশির মতো মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে চলেছে। সমীক্ষক দলের অভিমত, এত কিছুর মধ্যেও মানুষ রেশন কার্ড, স্কুলের মিল, পেনশন এবং আইসিডিএস সেন্টারের জন্য লড়ছে। 'বড়' লড়াইয়ের মাঝেও তারা তাদের বেঁচে থাকার জন্য প্রতিদিনের 'ছোট' লড়াই বন্ধ করতে রাজি নয়। এখানকার মানুষ আজও তাদের শিশুদের উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্য, নিজেদের জন্য মর্যাদার কাজ এবং বয়স্কদের বেঁচে থাকার উপযুক্ত পরিবেশের জন্য লড়াই চালিয়ে যাবে। কোনও সরকারেরই তা ভুললে চলবে না। কাশ্মীরী জনগণের জীবনের এত ভয়াবহ দারিদ্রের সংবাদ কতজনই বা জানে? কোন সরকার দেশের মানুষ হিসাবে তাদের দায়দায়িত্ব কতটুকু নিয়েছে?

ময়নায় পাকা সেতুর দাবি

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ময়না থানার পুরুষাঘাট ও নন্দকুমার থানার বরগোদার মাঝে কাঁসাই নদী পারাপারে কোনও পাকা সেতু নেই। মাত্র ১০০ মিটার চওড়া নদীর উপর বাঁশের সাঁকো আর বর্ষাকালে নৌকা— এটাই মানুষের পারাপারের একমাত্র ভরসা।

যাত্রীদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে বেসরকারি মালিক পারাপারের ব্যবস্থা করে। স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী, বিভিন্ন স্তরের হাজার হাজার মানুষ দীর্ঘদিন ধরে এ ভাবেই যাতায়াত করছেন। বর্ষায় জেলা শহর তমলুকে রোগী নিয়ে যাওয়া খুবই অসুবিধাজনক। আবার ভরা নদীতে নৌকায় পারাপারও বিপজ্জনক। পাকা সেতুর দাবিতে ১৩ জানুয়ারি বরগোদা জলপাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নাগরিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন শিক্ষক সুকুমার দাস, অরুণকুমার শাসমল, অমিতকুমার বেরা প্রমুখ। দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলন পরিচালনার জন্য গুরুপদ ভৌমিককে সভাপতি এবং শেখর ধল, রঞ্জন জানাকে যুগ্ম সম্পাদক করে কমিটি গঠিত হয়। কমিটির অন্যতম সহ সভাপতি শিক্ষক বাসুদেব দাস বলেন, তাঁরা এই দাবিতে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে দেবেন।

অ্যাবেকার সবং ব্লক সম্মেলন

পশ্চিম মেদিনীপুরের সবং ব্লকে মাঠের পর মাঠ বাঁশের খুঁটিতে সরু তারে বিদ্যুৎ দপ্তর বছরের পর বছর বিপজ্জনক ভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে। ফলে ঘটে চলেছে দুর্ঘটনা। খারাপ মিটার বদল না করে হাজার হাজার টাকার মনগড়া বিল পাঠানো হচ্ছে। তা সংশোধন না করে বকেয়ার অজুহাতে বিশেষ করে কৃষি-বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বোরো চাষের মরশুমে লাইন কেটে দেওয়া হচ্ছে। বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকদের পছন্দ না হলে গ্রাহকদের অভিযোগপত্র গ্রহণ করছে না। কন্ট্রাক্টর, দালালচক্র এবং অফিসের এক শ্রেণির অসৎ কর্মচারীর যোগসাজসে গ্রাহকরা জেরবার। বহু ট্রান্সফরমার ওভারলোড থাকার কারণে সেখানকার গ্রাহকরা লো-ভোল্টেজের শিকার হচ্ছে। বহু স্থানে বিদ্যুতের খুঁটি ঝুঁকে যাওয়ার ফলে বিদ্যুৎ লাইন এমন নিচে নেমে এসেছে যে রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করা বিপজ্জনক। বিদ্যুৎ সংযোগ নিতে ইচ্ছুক আবেদনকারীদের নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সংযোগ না দিয়ে দালাল চক্রের খপ্পরে যেতে বাধ্য করছে। ২০০৭ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত অস্থায়ী কৃষি-বিদ্যুৎ গ্রাহকদের কাছ থেকে প্রতি বছর বিদ্যুৎ দপ্তর ১৫-২০ হাজার টাকা অতিরিক্ত আদায় করেছিল, সেই টাকা ফেরতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও তা দেওয়া হচ্ছে না। ২০ জানুয়ারি কৃষি উন্নয় সমিতি হলে অ্যাবেকার ১৩তম সবং ব্লক সম্মেলনে এই সব সমস্যাগুলির কথা প্রতিনিধিরা তুলে ধরেন।

সম্মেলনের প্রধান বক্তা সংগঠনের জেলা সম্পাদক জগন্নাথ দাস বলেন, বিদ্যুৎ আজ সমাজের উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। প্রতিটি পরিবারের নিকট বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া একটা গণতান্ত্রিক দেশের সরকারের প্রধান কর্তব্য কিন্তু কোনও সরকার সে পথে না গিয়ে বিদ্যুৎ শিল্পকে বেসরকারি মালিকদের হাতে তুলে দিয়ে তাদের লাগামহীন মুনাফা লোটার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। অন্যান্য রাজ্যে বিদ্যুতের দামের পরিসংখ্যা তুলে ধরে তিনি এ রাজ্যেও দাম কমানোর দাবি জানান।

উপস্থিত ছিলেন অ্যাবেকার রাজ্য কমিটির সদস্য কালিপদ দিন্ডা। জয়দেব ঘোড়ইকে সভাপতি ও ভক্তিভূষণ মাইতিকে সম্পাদক করে ৩৫ জনের একটি কমিটি গঠিত হয়।

বড়িশা আঞ্চলিক যুব সম্মেলন

মদের লাইসেন্স দেওয়া বন্ধ করা, সকল বেকারের কাজ এবং বিদ্যাসাগর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে সরকারি ব্লাড ব্যাঙ্ক গড়ে তোলার দাবিকে সামনে রেখে ৬ জানুয়ারি এ আই ডি ওয়াই ও-র উদ্যোগে দ্বিতীয় বড়িশা আঞ্চলিক যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি কমরেড সৌমেন রায়, সম্পাদক কমরেড রূপম দত্ত এবং কোষাধ্যক্ষ কমরেড কাকলি বর্মন সহ ৯ জনের কমিটি গঠিত হয় ওই সম্মেলনে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেডস সুকান্ত সিকদার ও সঙ্গীতা ভক্ত। মূল বক্তব্য রাখেন কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড সঞ্জয় বিশ্বাস।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

ভেনেজুয়েলায় 'ক্যু' করার মার্কিনি ষড়যন্ত্রকে ধিক্কার জানাল এস ইউ সি আই (সি)

সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৮ জানুয়ারি এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন,

ভেনেজুয়েলার নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে আচমকা অভ্যুত্থানের (ক্যু)-র দ্বারা ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য ওই দেশে মাদুরো বিরোধী জুয়ান গুয়াইদোকে যেভাবে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট হিসাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা ঘোষণা করেছে, আমরা তার তীব্র ধিক্কার জানাই। কোনও দেশ বশ্যতা স্বীকার না করলেই সেই দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বেআইনি হস্তক্ষেপ করা এবং সেখানে মার্কিন দালাল সরকার বসিয়ে দেওয়ার অতি পরিচিত চক্রান্তের নির্দশন আবার দেখা গেল ভেনেজুয়েলায়। ইতিপূর্বে তারা এইভাবেই কিউবার প্রেসিডেন্ট কাস্ত্রোকে হটিয়ে সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল, যা ব্যর্থ হয়েছিল বে অফ পিগস-এর লড়াইয়ের দ্বারা। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত চিলির প্রেসিডেন্ট সালভাদোর আলেন্দেকে হত্যা করেছে। আফগানিস্তান, ইরাক এবং লিবিয়ায় সরকারের পতন ঘটিয়েছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। কুখ্যাত মার্কিন গোয়েন্দা বাহিনীর মাধ্যমে তথাকথিত 'বিদ্রোহী'দের অস্ত্রসাহায্য দিয়ে তারা সিরিয়াতে পুতুল সরকার বসাতে চেয়েছিল এবং বর্তমানে ওই একই উদ্দেশ্যে ইয়েমেনে ছায়াযুদ্ধ চালাচ্ছে। এই সব জঘন্য কার্যকলাপের মাধ্যমে তারা যুদ্ধাপরাধ করে চলেছে, লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করছে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানকে সুপরিকল্পিতভাবে খুন পর্যন্ত করছে। একইভাবে পেন্টাগনের ষড়যন্ত্রীরা নিকারাগুয়া, পুয়ের্তোরিকো, ডোমিনিয়ন রিপাবলিক, পানামা, গুয়াতেমালা, মেক্সিকো এবং দক্ষিণ আফ্রিকার অধিকাংশ দেশে নানাভাবে নাশকতা এবং আগ্রাসী ক্রিয়াকলাপ চালিয়েছে।

অন্য দেশকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগানো এবং ভয় দেখিয়ে তাদের পদানত রাখা এবং আধিপত্য ও দস্যুবৃত্তি চালিয়ে যাওয়ার জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার সাগরেদদের সহযোগিতায় গোটা দুনিয়ায় গুণ্ডামি করে যাচ্ছে, তার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে তার প্রভাবাধীন এলাকা বাড়ানো এবং অন্যান্য সার্বভৌম রাষ্ট্রের তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা। তার জন্য সে সামরিক হুমকি দিচ্ছে, ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চালাচ্ছে, ভাড়াটে গুন্ডা ও বিক্ষুব্ধ ব্যক্তিদের কাজে লাগিয়ে সেই সব দেশের ভিতরে কৃত্রিম 'বিদ্রোহ' সৃষ্টি করছে। পাশাপাশি, যে সব দেশকে সে বিরোধী বলে মনে করে তাদের উপর অর্থনৈতিক অবরোধ চাপিয়ে দিচ্ছে — যা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সরাসরি হামলার চেয়ে কম নৃশংস নয়।

আমেরিকা এমনকী ইরান ও উত্তর কোরিয়াকে 'শয়তান রাষ্ট্র' বলে ঘোষণা করেছে এবং এই দুই রাষ্ট্রকে যখন খুশি উচিত শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছে। বিশাল তৈলভাণ্ডারে সমৃদ্ধ ভেনেজুয়েলা যেহেতু মার্কিন ধমকির সামনে মাথা নিচু করতে রাজি নয়, তাই সে হয়েছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাম্প্রতিক টার্গেট। নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকার সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'ভেনেজুয়েলার বিদ্রোহী অফিসারদের সঙ্গে ট্রাম্প প্রশাসন 'ক্যু সম্পর্কে আলোচনা করেছে।' এতেই মার্কিন শাসকদের মতলব ফাঁস হয়ে গেছে। গণতান্ত্রিক বিরোধী দলের আলখাল্লাপরা গুয়াইদোপন্থীরা আসলে ভেনেজুয়েলার ধনকুবের গোষ্ঠী ও মার্কিন সরকারের অর্থানুকূল্যে পুষ্ট শক্তি। আশার কথা, মার্কিন শাসক এবং তাদের পদলেহীদের মরিয়া চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে এবং সেনাবাহিনী পুরোপুরি প্রেসিডেন্ট মাদুরোর পক্ষে দাঁড়িয়েছে।

ভেনেজুয়েলার উপর এই কাপুরুষোচিত আক্রমণ সমগ্র মানবতার উপর আক্রমণ। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার দলবলের এই গোপন ষড়যন্ত্র ও অপরাধমূলক কার্যকলাপকে প্রতিহত করতে হবে বিশ্বব্যাপী শক্তিশালী গণআন্দোলনের মাধ্যমে। সব দেশের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও শান্তিপ্রিয় মানুষদের কাছে আমাদের আবেদন, দুনিয়াজুড়ে এই দস্যুতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে সোচ্চার হন এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষার সংগ্রামে ভেনেজুয়েলার জনগণের প্রতি সংহতি জানান। আমরা আমেরিকার সাধারণ মানুষদের প্রতিও আবেদন জানাচ্ছি যে, ভেনেজুয়েলা ও অন্যান্য দেশের বিরুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত বন্ধ করার সংগ্রামকে তারা নিজেদের সংগ্রামের অঙ্গ বলে বিবেচনা করুন।

শিক্ষামন্ত্রীকে বিপিটিএ-র স্মারকলিপি

ইন্টার্ন শিক্ষক নিয়োগের বিরোধিতা করেছে বিপিটিএ। অবিলম্বে দুর্নীতি মুক্ত ভাবে সমস্ত শূন্যপদে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের পূর্ণ বেতনের শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করতে হবে, শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে, প্রতি বছর শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে, এই দাবিতে সংগঠনের পক্ষ থেকে ২১ জানুয়ারি পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটি ডি আই-এর মাধ্যমে শিক্ষামন্ত্রীকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে।

কলকাতা বইমেলায়
গণদাবী
স্টল নং ১৬৮

চিটফান্ড আমানতকারীদের আন্দোলনে বর্বর লাঠিচার্জ

গ্রেপ্তার পাঁচশোর বেশি, আহত ১২১

চিটফান্ডে আমানতকারীদের টাকা ফেরতের দাবিতে ২১ জানুয়ারি নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছিল অল বেঙ্গল চিটফান্ড সাফারার্স অ্যাসোসিয়েশন। হাওড়া এবং শিয়ালদহ স্টেশন থেকে দু'টি বিশাল মিছিল নবান্নের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। রাজ্যের তৃণমূল সরকারের পুলিশ বাহিনী হাওড়া ব্রিজেই তাঁদের আটকে দেয় এবং নির্বিচারে লাঠি চার্জ করে। অপরদিকে শিয়ালহ থেকে ২০ হাজার মানুষের মিছিল ডোরিনা ক্রসিং-এ এলে পুলিশ তাঁদের উপরও বেধড়ক লাঠি চালায়। দুই জায়গায় পাঁচ শতাধিক আন্দোলনকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়। মহিলা সহ মোট ১২১ জন আহত হন। ৫ জন মহিলা গুরুতর আহত হয়ে কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়। এই ঘৃণ্য আক্রমণের প্রতিবাদে ২২ জানুয়ারি সারা বাংলা প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়। সংগঠনের সভাপতি রূপম চৌধুরী এবং সম্পাদক বিশ্বজিৎ সাঁপুই এই হামলার তীব্র নিন্দা করে বলেন, পুলিশি অত্যাচার চললেও আন্দোলন চলবে।

৫টি জুট মিল ৮-৯ মাস ধরে বন্ধ রেখেছে মালিকরা খোলার ব্যাপারে সরকার উদ্যোগহীন

শ্রমিক সংগঠনগুলি ১ দিনের বনধ ডাকলে রাজ্য সরকার বনধ ভাঙার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে। কিন্তু মালিকরা যদি মাসের পর মাস মিল বন্ধ রেখে শ্রমিকের পরিবারে অনাহার ডেকে আনে তা হলে সরকার কী ভূমিকা নেয়? মিল খোলার জন্য স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সরকার মালিকদের উপর কোনও চাপ তো দেয়ই না, শ্রমিকসংগঠনগুলি দাবি জানালেও সরকার তৎপর হতে গড়িমসি করে। সরকারের এই ভূমিকাই দেখা যাচ্ছে রাজ্যের ৬টি বন্ধ চটকল খোলার প্রশ্নে।

এই মুহূর্তে হুগলি জেলার হেস্টিংস, ইন্ডিয়া এবং গোন্দলপাড়া জুট মিল বন্ধ। উত্তর ২৪ পরগণার নদীয়া জুটমিল এবং ডেডিকো বন্ধ। বন্ধ কলকাতার খিদিরপুরের হুগলি জুটমিল। এর মধ্যে ডেডিকো বাদ দিলে বাকি পাঁচটি মিল ৮/৯ মাস ধরে বন্ধ। কোনও শ্রমিক আন্দোলন-মিছিল-মিটিং-ঘেরাও ইত্যাদির জন্য এই মিলগুলি বন্ধ হয়নি। অথবা চটের বা পাটজাত দ্রব্যের বাজারের অভাবে বন্ধ হয়নি। এই জুটমিলের মালিকরা নিজেদের আরও বেশি মুনাফার স্বার্থে শ্রমিকদের উপর কিছু কালা শর্ত চাপিয়ে দেওয়ার জন্যই মিলগুলি বন্ধ রেখেছে। শ্রমিকদের অনাহারের মধ্যে ঠেলে দিয়ে কালাশর্ত মেনে নিতে বাধ্য করার জন্য এই যে মারাত্মক ষড়যন্ত্র তার বিরুদ্ধে সরকার উদাসীন। শ্রমিকরা একদিনের বনধ ডাকলে যারা শ্রমিক দরদে বিগলিত হয়ে বনধের বিরুদ্ধে যুক্তি সাজায় এই তাদের আসল চেহারা!

৬টি জুটমিলের ২৫ হাজার শ্রমিক পরিবারের লক্ষাধিক মানুষের জীবনে নেমে এসেছে অবর্ণনীয় বিপর্যয় এবং সংকট। অনাহার-অর্ধাহার আজ তাদের জীবনের নিত্যসঙ্গী। অভাবে এই সব পরিবারের সন্তান স্কুল ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে। রোগ হলে চিকিৎসার কোনও উপায় নেই। বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের 'কন্ট্রিবিউশন' জমা পড়ে না বলে মালিকরা ইএসআই এবং পিএফ দপ্তরে মিল বন্ধের খবর দিয়ে দেয়। ফলে শ্রমিকরা অসুস্থতা জনিত ভাতা থেকে বঞ্চিত হয়। পায় না 'সুপার স্পেশালিটি চিকিৎসা'। রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী ইএসআই দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী হলেও তিনি এই সমস্যাটি সমাধানে উদ্যোগহীন।

এই অবস্থায় এআইইউটিইউসি অনুমোদিত বেঙ্গল জুট মিলস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ২২ জানুয়ারি বন্ধ জুট মিল খোলা সহ পাঁচ দফা দাবিতে রাজ্যের শ্রমমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন দেয়। সংগঠনের দাবি— অবিলম্বে সমস্ত বন্ধ চটকল নিঃশর্তে খুলতে হবে, বন্ধ কারখানার অভুক্ত অনাহারী শ্রমিকদের জন্য সস্তাদরে রেশনের মাধ্যমে চাল, ডাল, চিনি ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে, বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের জন্য প্রয়োজনে সুপার স্পেশালিটি চিকিৎসা এবং অসুস্থতা জনিত ভাতার ব্যবস্থা করতে হবে, বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের সন্তানদের বিনাব্যয়ে শিক্ষার দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে, বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা এবং ভাতার ব্যবস্থা করতে হবে।

এদিনের ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন এ আই ইউ টি ইউ সি রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য, ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক কমরেড অমল সেন এবং অন্যতম সম্পাদক কমরেড মিলন রক্ষিত।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com